রপ্তানী নীতি ২০০৩–২০০৬

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	..	১
০২	পরিধি	..	২
০৩	লক্ষ্য (অবজেকটিভ)	..	২
০৪	কলা-কৌশল	..	২
০৫	প্রয়োগ ও সাধারণ ক্ষমতা	..	২
০৬	লক্ষ্যমাত্রা	..	৩
০৭	রপ্তানী সংক্রান্ত কমিটি	..	৩
০৮	খাতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস	..	৩
০৯	রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা	..	৫
১০	বিবিধ	..	১৪
১১	রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা	..	১৫
১২	শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা	..	১৫
১৩	২০০৩-২০০৪ থেকে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা (সংলগ্নী-ক)	..	১৬

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই কর্মসংস্থান দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করবে, পুঁজির প্রবাহ নিশ্চিত করবে, বেকার সমস্যার সমাধান এবং দারিদ্র্য বিমোচন করবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ববাণিজ্য চিত্র থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সবল ও গতিশীল করে তোলা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের তিন-চতুর্থাংশ আসে তৈরী পোশাক থেকে। এদিকে পোশাক পণ্যের রপ্তানী বাজারও সীমিত। উত্তর আমেরিকা অঞ্চল ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের রপ্তানী পণ্যের প্রধান গন্তব্যস্থল। অন্যান্য পোশাক রপ্তানির ভাল বাজার থাকলেও আমরা এখনও ঐ বাজারে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এমএফএ-উত্তরকালে অর্থাৎ ২০০৫-এর শুরু থেকে বাংলাদেশের রপ্তানী-বাণিজ্যে এ শিল্পের ভূমিকায় বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সমগ্র অর্থনীতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে হবে এ পরিবর্তনকে বাংলাদেশের অনুকূলে আনতে হবে।

১.২ পোশাক শিল্পের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনে ব্যাকওয়ার্ড-লিংকেজ 'ফেজ আউট' পরবর্তী প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা যায়। তবে, বস্ত্রবহির্ভূত শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড-লিংকেজ সম্পর্কে 'দ্রুততর পন্থা অবলম্বনের অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে রপ্তানী বৃদ্ধিতে আমাদেরকে কর্মকৌশল পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য প্রধানতঃ দু'টি পণ্যের (পোশাক ৭৫%, এবং হিমায়িত খাদ্য ৬%) ওপর নির্ভরশীল। এরূপ নির্ভরশীলতা একটি দেশের জন্য ভাল নয়। আমাদের তাই অধিক মূল্যের ও নতুন পণ্য তৈরী করতে হবে, নতুনত্বের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

১.৩ বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নরওয়ে-এর বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া গেছে। সীমিত আকারে হলেও থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক মুক্ত হারে প্রবেশের সুবিধা পাওয়া গেছে। চীন, রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশসমূহের সাথেও এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। অচিরেই এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। তবে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিও বড় কথা নয়, এর সদ্ব্যবহারই প্রধান বিবেচ্য।

১.৪ শুধু পোশাক শিল্পের পরিবর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়ন দূরে থাক, বর্তমান অবস্থায় টিকে থাকাও দুরূহ হতে পারে। তাই, রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যান্য শাখায়ও বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। প্রচলিত ধরনের রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং একই সাথে পণ্যের মানও উন্নত করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয় খাত যেমন, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি), অটো-পার্টস্‌, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ও ঔষধ খাতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর জন্য উপযুক্ত বাজার খুঁজে বের করতে হবে, পণ্যের মানও হতে হবে উচ্চ ও গ্রহণযোগ্য। এর ব্যত্যয় হলে রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করা যাবে না। আর রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা না গেলে কাঙ্খিত জাতীয় প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হবে না। এর ফলে যে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার সৃষ্টি হবে তা অর্থনৈতিকই শুধু নয়, জাতির অগ্রযাত্রার পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

১.৫ রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানীকারকদের এল সি ও চুক্তিভিত্তিক উভয় পদ্ধতিতেই মূল্য পরিশোধের সুবিধা প্রদান প্রয়োজন। এ ছাড়াও দেশে প্রচলিত মূল্য সংযোজন ৩৫, ৩৬ ধারাসমূহকে যুগোপযোগী এবং বস্তুনিষ্ঠ করা প্রয়োজন। তাছাড়া আরো নতুন নতুন পণ্য রপ্তানী বাস্কেটে যোগ করতে হবে।

১.৬ এ প্রেক্ষাপটে রপ্তানি নীতি ২০০৩—২০০৬ প্রণয়ন করা হল।

২.০ পরিধি ঃ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ, কলা-কৌশল প্রয়োগ ও সুবিধা/সহায়তা প্রদান করা হবে তা পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হল।

৩.০ লক্ষ্য (অবজেকটিভ) ঃ

৩.১ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি, রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ যেমন, শুল্ক অধিদপ্তর, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা-বোর্ডসহ ট্রেড বডিসমূহের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা ;

৩.২ পণ্যের বহুমুখীকরণ ;

৩.৩ পণ্যের মান উন্নয়ন, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন ;

৩.৪ রপ্তানিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ;

৩.৫ রপ্তানিযোগ্য সর্বাধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড-লিংকেজ গড়ে তোলা ;

৩.৬ নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারককে সর্বতোভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদান ও বিদেশে ইতিবাচক মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা ;

৩.৭ বাণিজ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ;

৩.৮ বিশ্ব বাণিজ্যের রীতিনীতি সম্পর্কে ট্রেড বডি, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

৪.০ কলা-কৌশল ঃ

৪.১ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ;

৪.২ বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইন্টেলিজেন্স, উচ্চতর মূল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান ;

৪.৩ ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান ;

৪.৪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য সীল অব কোয়ালিটি অরগানাইজেশন বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান ;

৪.৫ স্বল্প সময়ে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার' বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করা ;

৪.৬ পণ্যের ডিজাইন ও উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎপাদনকারীকে সহযোগিতা প্রদান ;

৪.৭ "রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সংগে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ; এবং

৪.৮ পণ্য পরিচিতি ও পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান।

৫.০ প্রয়োগ ও সাধারণ ক্ষমতা ঃ

৫.১ ট্যাক্স/ট্যারিফ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্ত প্রচলিত রপ্তানি নীতির উপর প্রাধান্য পাবে।

৫.২ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৫.৩ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের দিন হতে এ রপ্তানী নীতি কার্যকর হবে এবং নতুন রপ্তানী নীতি জারী না হওয়া পর্যন্ত এই রপ্তানী নীতি বলবৎ থাকবে।

৫.৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই রপ্তানী নীতির যে কোন অনুচ্ছেদ প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

৬.০ লক্ষ্যমাত্রা ঃ

৬.১ ২০০৩-২০০৪ রপ্তানী বছরের জন্য প্রস্তাবিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৭,৪৩৯ মিলিয়ন ডলার। রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা হলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে উল্লেখযোগ্য হারে রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ২০০৩—২০০৬ সালের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রার একটি বছরভিত্তিক বিবরণী সংলগ্নী 'ক' তে দেখানো হয়েছে।

৭.০ রপ্তানী সংক্রান্ত কমিটি ঃ

৭.১ রপ্তানী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রপ্তানী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি দেশের রপ্তানী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং রপ্তানী ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

৭.২ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স ঃ

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে টাস্কফোর্স রপ্তানী সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি সিদ্ধান্ত পরিবীক্ষণ করবে এবং রপ্তানী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেবে। টাস্কফোর্স প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সময় সভায় মিলিত হবে।

৭.৩ পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন ঃ

ইপিবি প্রতিটি পণ্যের রপ্তানী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই মূল ভূমিকা পালন করবে, এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। ইপিবি'র কার্যক্রমের পাশাপাশি রপ্তানী সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করা ও তা দূরীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ৯ সেক্টরভিত্তিক কাউন্সিল গঠন করা হবে। এরূপ কাউন্সিলে রেজিস্টার্ড ট্রেডবডি, অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী রপ্তানীকারক, রপ্তানীকারক-বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক খাত ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ সম্পৃক্ত থাকবেন।

৮.০ খাতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

১৯৯৭—২০০২ রপ্তানি নীতিতে ৪টি পণ্য (কম্পিউটার সফটওয়্যার ও আইসিটি, এগ্রো-প্রসেসিং খাত, উচ্চ মূল্যের তৈরী পোশাক এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য) রপ্তানী সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে থ্রাস্ট সেক্টরভুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও অপর ২০টি পণ্যকে রপ্তানী উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করে ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। থ্রাস্ট সেক্টরভুক্ত ও ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত চিহ্নিত পণ্যসমূহ বিগত রপ্তানী নীতি কার্যকর থাকাকালে আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়নি। বর্তমান উৎপাদন ও সরবরাহ স্তর, রপ্তানী ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় অবদান, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতা বিবেচনায় পূর্বচিহ্নিত থ্রাস্ট ও ক্র্যাশ প্রোগ্রামের পরিবর্তে কতিপয় পণ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত এবং বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সরকার সময় সময় এ তালিকায় নতুন পণ্য সংযোজন করতে পারবে বা তালিকাভুক্ত পণ্য প্রত্যাহার করতে পারবে। এ সকল খাতের রপ্তানীতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮.১ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ঃ

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানীর বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে ঐ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি। তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

নিম্নলিখিত পণ্যসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ঃ

৮.১.১ সফটওয়্যার ও আইসিটি পণ্য ;

৮.১.২ এগ্রো-প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেসিং পণ্য ;

৮.১.৩ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটো-পার্টস ও বাইসাইকেলসহ) ;

৮.১.৪ চামড়াজাত পণ্য ;

৮.১.৫ উচ্চ মূল্যের তৈরী পোশাক ;

৮.২ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে :

৮.২.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান ;

৮.২.২ আয়কর রেয়াত প্রদান ;

৮.২.৩ নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ;

৮.২.৪ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানী ঋণ প্রদান ;

৮.২.৫ রেয়াতী হারে বিমানে পরিবহণের সুযোগ প্রদান ;

৮.২.৬ শুল্ক প্রত্যার্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান ;

৮.২.৭ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সহায়ক শিল্প স্থাপন সুবিধা প্রদান ;

৮.২.৮ পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ ;

৮.২.৯ পণ্য ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ;

৮.২.১০ বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান ;

৮.২.১১ বিদেশী বিনিয়োগ খাতে সহযোগিতা প্রদান।

৮.৩ বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত :

যে সকল পণ্যের রপ্তানীর সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানী ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানী ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

নিম্নলিখিত পণ্যসমূহকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে :

৮.৩.১ ফার্মাসিউটিকাল পণ্য ;

৮.৩.২ কসমেটিকস ও টয়লেট্রিজ ;

৮.৩.৩ লাগেজ ও ফ্যাশনজাত পণ্য ;

৮.৩.৪ ইলেকট্রনিক্স পণ্য ;

৮.৩.৫ সি.আর. কয়েল ;

৮.৩.৬ কার্ডস ও ক্যালেন্ডার ;

৮.৩.৭ স্টেশনারী দ্রব্য ;

৮.৩.৮ রেশমী কাপড় ;

৮.৩.৯ হস্তশিল্পজাত পণ্য।

৮.৩.১০ ভেষজ ঔষধ ও ঔষধি উদ্ভিদ।

৮.৪ বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানীতে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে :

৮.৪.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাধারণ হার সুদে প্রকল্প ঋণ প্রদান ;

৮.৪.২ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত হার সুদে রপ্তানী ঋণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা ;

৮.৪.৩ নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ;

৮.৪.৪ রেয়াতী হারে বিমানে পণ্য পরিবহণের সুযোগ প্রদান ;

৮.৪.৫ শুল্ক প্রত্যার্পণ/বণ্ড সুবিধা প্রদান ;

৮.৪.৬ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে সহায়ক শিল্প স্থাপনের সুবিধাসহ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান ;

৮.৪.৭ পণ্যের মানোন্নয়নের জন্য কারিগরী সুবিধা সম্প্রসারণ ;

৮.৪.৮ পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ;

৮.৪.৯ বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সুবিধা প্রদান ;

৮.৪.১০ বিদেশী বিনিয়োগ লাভে সহায়তা প্রদান।

৯.০ **রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা :**

৯.১ **বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার :**

৯.১.১ রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটা বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, জাপানীজ ইয়েন অথবা ইউরো'তে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ (শতাংশে) সময় সময় সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। রপ্তানিকারকগণ ঐ বৈদেশিক মুদ্রা প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যেমন—ব্যবসা সংক্রান্ত বিদেশ ভ্রমণ, রপ্তানি মেলা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি এবং বিদেশে অফিস স্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

৯.২ **রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) :**

ইপিবিতে একটি রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) থাকবে। এ তহবিল থেকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে :

৯.২.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান ;

৯.২.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান ;

৯.২.৩ পণ্যকে বাজার-উপযোগীকরণের নিমিত্ত বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ;

৯.২.৪ বিদেশে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যারহাউজিং সুবিধা প্রদান ;

৯.২.৫ কারিগরী দক্ষতা ও বিপণন উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ; এবং

৯.২.৬ পণ্য ও বাজার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

৯.৩ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা :

৯.৩.১ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ইসিজিএস) কে পুনর্বিন্যাস এবং সক্রিয় ও কার্যক্ষম করা হবে।

১.৪ রপ্তানী অর্থ সংস্থান ঃ

১.৪.১ ডিটিটি-টু-ব্যাক ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ১৮০ দিনের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে এবং ঋণের ১০০% অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হবে ;

১.৪.২ রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) এর আওতায় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানী প্রক্রিয়া সহজ করা হবে ;

১.৪.৩ সকল রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা দেয়া হবে ; এবং

১.৪.৪ রপ্তানী উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারীজ আমদানীর ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১.৫ রপ্তানী ঋণ ঃ

১.৫.১ প্রত্যাহার-অযোগ্য ঋণপত্র (ইর্‌রিভোকেবল লেটার অব ক্রেডিট) অথবা নিশ্চিতকৃত চুক্তির (কনফার্মড কন্ট্রাক্ট) অধীনে রপ্তানীকারকগণ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণপত্র-চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এ সকল কেস অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে;

১.৫.২ রপ্তানী খাতে স্বাভাবিক ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ;

১.৫.৩ রপ্তানীকারকের ঋণ ক্রেডিটসীমা পূর্ববর্তী বছরের সাফল্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে ;

১.৫.৪ প্রত্যাহার-অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট-পেমেন্ট ভিত্তিতে যদি রপ্তানী করা হয়, তাহলে রপ্তানীকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানীর দলিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না ;

১.৫.৫ রপ্তানীতে অর্থ সংস্থানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি এক্সপোর্ট ক্রেডিট সেল চালু করবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ ইউনিট স্থাপন করবে ;

১.৫.৬ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ঋণ মনিটরিং কমিটি থাকবে এবং এ কমিটি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নিরূপণ, ঋণপ্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে এবং অনুমোদিত ডিলার দ্বারা ঋণপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলতে পারবে।

১.৬ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম ঃ

১.৬.১ অপ্রচলিত খাতে রপ্তানীমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ-বীমা প্রিমিয়াম দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থায় রপ্তানীকারক জাহাজীকরণের পর প্রিমিয়াম পরিশোধে রেয়াত পাবে।

১.৭ অপ্রচলিত শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান ঃ

১.৭.১ অপ্রচলিত ও নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার প্রথম দু'বছর কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ এবং পরবর্তীতে হবে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ।

১.৮ রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ঃ

১.৮.১ রপ্তানী-আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াত ঃ

১.৮.১.১ আয়কর আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবাসী নয় এমন কারবারের মালিক ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে রপ্তানী আয়ের ৫০ ভাগ কর অব্যাহতিযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

১.৯ রপ্তানী শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা ঃ

১.৯.১ আমদানী নির্ভর রপ্তানী শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়া হবে। প্রধানতঃ রপ্তানীমুখী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়া হবে। কতিপয় শর্তাদির আওতায় ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউসকে (এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত) বাড়তি বন্ড সুবিধা প্রদান করা যাবে।

১.৯.২ অধিক মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্যের ব্র্যান্ড নেইম এর প্রচলন উৎসাহিত করা হবে।

৯.১০ রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানী সুবিধা ঃ

৯.১০.১ প্রধানতঃ রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি দু'বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমদানীর সুযোগ দেয়া হবে।

৯.১১ শুল্ক-বণ্ড অথবা ডিউটি-ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানীমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা প্রদান ঃ

৯.১১.১ সরকার সময় সময় বিভিন্ন রপ্তানীপণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড অথবা ডিউটি-ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে রপ্তানীমুখী দেশীয় বস্ত্রখাত ও পোশাক শিল্পের অনুকূলে বিকল্প সুবিধা হিসেবে নগদ সহায়তা দিতে পারে। সহায়তার হার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সরকার প্রয়োজনে অন্য খাতকে এ সুযোগের আওতাভুক্ত করতে পারবে।

৯.১২ কর অবকাশ (ট্যাক্স হলিডে) ঃ

৯.১২.১ রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প কোম্পানী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে স্থাপিত হলে ৫ (পাঁচ) বছর ও অন্য বিভাগে স্থাপিত হলে ৭ (সাত) বছর কর অবকাশ সুবিধা পাবে। এ বিধানের সুবিধা ৩০ জুন,২০০৫ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে এমন শিল্প কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ;

৯.১২.২ কর অবকাশের বিকল্প হিসেবে ১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত নতুন স্থাপিত শিল্প কোম্পানী ত্বরিত ২০% হারে কর রেয়াতের সুবিধা পাবে ;

৯.১২.৩ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের আয় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতিযোগ্য হবে।

৯.১২.৪ কম্পিউটার সফ্টওয়্যারসহ আইসিটি ব্যবসার আয় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতিযোগ্য হবে ; এবং

৯.১২.৫ ১ জুলাই, ২০০২ থেকে ৩০ জুন, ২০০৫ পর্যন্ত পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগে বিনিয়োগকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা হবে।

৯.১৩ ডিউটি-ড্র-ব্যাক স্কীম ঃ

৯.১৩.১ ফ্ল্যাট রেইট/প্রকৃত হারে ড্র-ব্যাক প্রদান করা হবে। এ হার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে। সকল দলিলাদি যথাযথরূপে পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ড্র-ব্যাক প্রদান করা হবে। বস্তুবতার নিরিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ লক্ষ্যে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবে।

৯.১৩.২ অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ডিউটি-ড্র-ব্যাক প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং নতুন নতুন পণ্য ডিউটি-ড্র-ব্যাক স্কীমের আওতায় আনা হবে। এ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের তালিকায় নতুন নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তি ও ফেরতযোগ্য ডিউটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারণ করবে।

৯.১৪ প্যাকেজিং সামগ্রীর মূল্য সংযোজন কর ঃ

৯.১৪.১ রপ্তানীপণ্যের প্যাকেজিং এ পাটের কাপড় ও ব্যাগ ব্যবহৃত হলে এর জন্য পরিশোধিত কর ফেরত দেয়া হবে।

৯.১৫ রপ্তানী সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যার্পণ সহজীকরণ ঃ

৯.১৫.১ রপ্তানী সহায়ক সার্ভিস যেমন, সি এন্ড এফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, বীমা-প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ট কমিশন/বিলের ওপর পরিশোধিত ভ্যাট প্রত্যার্পণ করার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করা হবে।

৯.১৬ রপ্তানী শিল্পের বাতিলকৃত মালামাল বিক্রয়ের অনুমতি ঃ

৯.১৬.১ চামড়া ও তৈরী পোশাকসহ ৮০% রপ্তানীমুখী অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত (রিজেক্টেড) ২০% অংশের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

৯.১৭ সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ঃ

৯.১৭.১ যে প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানী করে, সে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯.১৭.২ রপ্তানীমুখী চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ লেদার টেকনোলজি কলেজকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.১৭.৩ জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য ব্যাকওয়ার্ড/ফরওয়ার্ড-লিংকেজ শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.১৭.৪ রপ্তানীমুখী চামড়াজাত পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসহ খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ করা হবে।

৯.১৭.৫ চামড়া শিল্পের জন্য কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.১৭.৬ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানীকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাবে। উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানীকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হবে।

৯.১৮ আকাশপথে ফলমূল ও শাকসব্জিসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান ঃ

৯.১৮.১ ফলমূল ও শাকসব্জি, অর্নামেন্টাল প্লান্ট প্রভৃতি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিমান ভাড়ার সুবিধা দেবার বিষয় বিমান বিবেচনা করবে।

৯.১৯ রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদেশী এয়ার লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার ঃ

৯.১৯.১ শাকসব্জি পরিবহনের রয়্যালটি গ্রহণ করা হয় না। একই ধরণের সুবিধা ফলমূলসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বহাল রাখা হবে।

৯.১৯.২ বিদেশী এয়ার লাইন্স এর কার্গো সার্ভিসে স্পেস বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় ফলমূল, শাকসব্জি বহন করার সুযোগ দেয়া হবে।

৯.২০ রপ্তানীমুখী ছোট ও মাঝারী খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান ঃ

৯.২০.১ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে শাকসব্জি, ফলমূল, তাজা ফুল, অর্কিড প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানীর লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া হবে এবং কুলচেইন স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে।

৯.২১ গবেষণা এবং উন্নয়ন ঃ

৯.২১.১ রপ্তানী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের আমদানী করমুক্ত হবে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

৯.২২ সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিক রপ্তানীতে উৎসাহ ও সুবিধা ঃ

৯.২২.১ প্রকৃত কার্যাদেশ লাভের পূর্বে যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশ ভ্রমণ, টেন্ডার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতি বৈদেশিক মুদ্রায় বার্ষিক ৫,০০০ মাঃ ডলার পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবে। এতদতিরিক্ত প্রকৃত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ছাড় করা হবে।

৯.২২.২ বিদেশে অফিস স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি প্রদান।

৯.২২.৩ সাধারণ বীমা কর্তৃক প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের অনুকূলে ব্যক্তিগত প্রফেশনাল গ্যারান্টি/বীমা প্রদান।

৯.২২.৪ দূতাবাস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ ও সহায়তা প্রদান।

৯.২৩ রপ্তানীপণ্যের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক সীমা নির্ধারণ ঃ

৯.২৩.১ সাধারণ ক্ষেত্রে রপ্তানী পণ্যের নমুনা বিদেশে প্রেরণের জন্য ডাক খরচসহ বছরে সর্বোচ্চ ৩৫০০ মার্কিন ডলার ব্যয় করা যাবে।

৯.২৩.২ ব্যয় নির্বিশেষে বছরে সর্বোচ্চ ১০০ কেজি পর্যন্ত ঔষধ/পণ্য বা ১৫০০ মাঃ ডলার মূল্যমানের ঊর্ধ্বে নয় পণ্য 'প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল' হিসেবে বিদেশে পাঠানো যাবে।

৯.২৪ পণ্য উন্নয়নে নমুনা আমদানীর সুবিধা :

৯.২৪.১ তৈরী পোশাক খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতের রপ্তানীকারক বিনা শুল্কে নমুনা আমদানীর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সুযোগ-সুবিধা পাবেন :

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো'র ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০০ মার্কিন ডলারের নমুনা পণ্য আমদানী করা যাবে । রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে ।

৯.২৫ মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান :

৯.২৫.১ বিদেশী বিনিয়োগকারী বাংলাদেশী পণ্যের ও আমদানীকারককে মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে।

৯.২৬ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

৯.২৬.১ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশে ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯.২৭ বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক প্রদর্শনী আয়োজন এবং অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ :

৯.২৭.১ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে।

৯.২৮ রপ্তানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ জোরদার :

৯.২৮.১ রপ্তানী বাণিজ্যের বিধি-বিধান সম্পর্কে রপ্তানীকারককে অবহিত করার লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

৯.২৯ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ :

৯.২৯.১ রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সুসংহত করায় এ কেন্দ্র সহায়তা দেবে।

৯.৩০ সিআইপি :

৯.৩০.১ রপ্তানী ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতিবছর পণ্যওয়ারী সিআইপি নির্বাচন করা হবে

৯.৩১ জাতীয় রপ্তানী ট্রফি :

৯.৩১.১ রপ্তানী ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানী ট্রফি প্রদান করা হবে।

৯.৩২ প্রচ্ছন্ন রপ্তানী-সুবিধা :

৯.৩২.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানীর সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। রপ্তানীপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ স্থাপিত শিল্প/প্রকল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল প্রচ্ছন্ন রপ্তানী বলে বিবেচিত হবে।

৯.৩৩ আন্তর্জাতিক মানের দেশীয় মেলা :

৯.৩৩.১ বিদেশী ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানীপণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত মেলার আয়োজন করা হবে।

৯.৩৪ নমুনা আমদানী :

৯.৩৪.১ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশক্রমে রপ্তানীকারকগণ রপ্তানীমুখী পোশাক ও জুতার চামড়া ব্যতীত বার্ষিক ৫,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যমানের যে কোন পণ্যের নমুনা বিনাশুল্কে আমদানী করতে পারবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আদেশ জারি করবে।

১.৩৫ **নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী :**

১.৩৫.১ পোষকের (স্পন্সর) সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে রপ্তানীমুখী শিল্পকে সুনির্দিষ্ট রপ্তানী আদেশ সম্পাদনের জন্য নিষিদ্ধ বা শর্তাধীনে আমদানীযোগ্য কাঁচামাল, মোড়ক-সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ আমদানীর অনুমতি দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানী নিষিদ্ধ অথবা শর্তাধীন আমদানীযোগ্য পণ্যের মূল্যের শতকরা একশত ভাগ ব্যাংক-গ্যারান্টি দাখিল করতে হবে।

১.৩৬ **পণ্য জাহাজীকরণ :**

১.৩৬.১ পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহণ ব্যবস্থা সহজ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে।

১.৩৭ **প্রত্যর্পণ ও পুনঃরপ্তানী :**

১.৩৭.১ প্রত্যর্পণ : অন্ততঃপক্ষে ৫% অধিক মূল্যে (আমদানি মূল্য অপেক্ষা) আমদানীকৃত পণ্য রপ্তানী করা হলে তখন বর্ধিতাংশকে প্রত্যর্পণ রপ্তানি হিসেবে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতির কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। প্রত্যর্পণের আওতায় পণ্য বন্দর সীমানার বাইরে আসবে না। তবে বিশেষ অনুমোদনক্রমে পণ্য বন্দর সীমানার বাইরে আনা যেতে পারে।

১.৩৭.২ পুনঃরপ্তানী : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানী করার শর্তে আমদানীকৃত পণ্য পুনঃরপ্তানী করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন অন্ততঃ পক্ষে ১০% হতে হবে এবং পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতি পরিবর্তন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

১.৩৮ **একাধিক বন্দর রপ্তানীর সুযোগ :**

১.৩৮.১ ই এক্স পি ফরম এর বিপরীতে বিল অব লেডিং সাপেক্ষে একাধিক বন্দর যথা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, বেনাপোল-মংলা দিয়ে আংশিক শিপমেন্টের ভিত্তিতে রপ্তানী করা যাবে। ক্রেতার সম্মতি বা চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য একাধিক বন্দর দিয়ে রপ্তানীর অনুমোদন দেয়া হবে।

১.৩৯ **একাধিক বন্দর আমদানীর সুযোগ :**

১.৩৯.১ শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে মূল বিল অব লেডিং-এ বন্দর উল্লেখের প্রয়োজন হবে না।

১.৪০ **রপ্তানী শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর বিধিবিধান শিথিল :**

১.৪০.১ প্রচলন: রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী নীতিতে উল্লিখিত পণ্য/পণ্যের মোড়ক/পাত্র/কন্টেইনার-এর গায়ে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ থাকার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

১.৪০.২ তুলা আমদানীর ক্ষেত্রে প্রতি বেলের গায়ে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে না। তবে ফাইটো-স্যানিটারি সার্টিফিকেট-এ 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ থাকতে হবে।

১.৪০.৩ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে যে সকল শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত, সে সকল শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

১.৪১ **সরাসরি বিমান-সুবিধা ব্যবস্থা :**

১.৪১.১ দেশের উত্তরাঞ্চলের টাটকা শাকসব্জি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য যাতে সহজে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো হয় এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন থাকে তার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুর বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১.৪২ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প :

১.৪২.১ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রপ্তানী মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বন্ড ব্যবস্থা, ডিউটি-ড্র-ব্যাক, নগদ সহায়তা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। অনুরূপভাবে এই প্রকল্পের আওতায় পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং রপ্তানী বাণিজ্যের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বিশ্ব ব্যাংক বা অন্য কোন উৎসের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১.৪৩ অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান :

১.৪৩.১ কম্পোজিট মিল/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিট কর্তৃক অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে।

১.৪৪ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপন :

১.৪৪.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এমআইএস প্রবর্তন করা হবে। কর্মকর্তাদের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

১.৪৫ পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি :

১.৪৫.১ তৈরী পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে 'লীড টাইম' হ্রাস করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস স্থাপনের বিষয়টি বাস্তব অবস্থার নিরিখে বিবেচনা করা হবে।

১.৪৫.২ উপযুক্ত অবকাঠামোগত ও ইউটিলিটি সুবিধাসহ একাধিক উপযুক্ত স্থানে 'পোশাক পল্লী' স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

১.৪৫.৩ সরকারী সমর্থনে ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.৪৫.৪ যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বৃহত্তর বাজারে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত ব্যবস্থায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের প্রবেশাধিকারের জন্য পদক্ষেপ আরও জোরদার করা হবে।

১.৪৫.৫ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীকৃত কাঁচামালের জন্য শুল্কের সমপরিমাণ ব্যাংক-গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল দ্বারা বন্ডবহির্ভূত এলাকায় হাতে বোনা সোয়েটার উৎপাদনের সুযোগ দেয়া হবে।

১.৪৬ পোশাকের প্রতি ক্যাটাগরীতে নমুনা আমদানীর অনুমতি :

১.৪৬.১ তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও শর্তাদি ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা হিসেবে পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানীকৃত পোশাকের ব্যবহৃত ০.২% আমদানীর সুবিধা পাবে। নূতন কারখানাসমূহ অনুমোদিত ক্ষমতার অর্ধেকের জন্য যে পরিমাণ কাপড়/ ইয়ার্ণ/ফেব্রিক্স/উল/ এক্রিলিক প্রয়োজন, তার ০.২% আমদানীর সুবিধা পাবে।

১.৪৭ মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণ :

১.৪৭.১ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি সময় সময় তৈরী পোশাকসহ অপরাপর পণ্যের মূল্য সংযোজনের হার নির্ধারণ করবে।

১.৪৭.২ শুধু স্থানীয় সুতা মিল হতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে সুতা এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হলে, সে ক্ষেত্রে নীট পোশাক রপ্তানীর বেলায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র পরিমাণ সর্বোচ্চ মাস্টার এলসি'র সমপরিমাণ হবে।

১.৪৮ গ্রে-কাপড় আমদানীর সুবিধা :

১.৪৮.১ (ক) পীড়িত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এল সি'র বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে সকল প্রকার গ্রে-কাপড় এই শর্তে আমদানী করা যাবে যে, আমদানীকৃত সমস্ত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পকে সরবরাহ করতে হবে অথবা তা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানী করতে হবে। তবে গ্রে-কাপড় আমদানী সম্পর্কিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো নিশ্চিত করবে।

(খ) পীড়িত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট ছাড়াও রপ্তানীমুখী পোশাক প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র বিপরীতে ও বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে নিজ নিজ বন্ড পাস বুক-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এজেন্সীর দ্বারা অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ইউটিলাইজেশন এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা সুপারিশকৃত পরিমাণ গ্রে-কাপড় শুধু প্যাকেজিং এবং ইন্টারলাইনিং এর জন্য আমদানী করা যাবে। তবে আমদানীকৃত গ্রে-কাপড় দ্বারা তৈরী পোশাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানি করে ঐ পরিমাণ গ্রে-কাপড় পাস বুক-এ অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় করতে হবে।

১.৪৮.২ সুনির্দিষ্ট রপ্তানী আদেশের বিপরীতে রপ্তানী শিল্পে ব্যবহার ও সরাসরি রপ্তানীর উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রে-কাপড় আমদানী করা যাবে।

১.৪৮.৩ ১০০% রপ্তানীমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং), যাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, তারা শুধুমাত্র বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে ছয় মাসের প্রয়োজনীয় গ্রে-কাপড় (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ৩৩%) দফা (ক)-তে বর্ণিত শর্তে আমদানী করতে পারবে।

১.৪৯ হিমায়িত খাদ্য :

১.৪৯.১ প্রাকৃতিক জলাশয় বৃদ্ধি থেকে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি-চাষকে উৎসাহিত করা হবে।

১.৪৯.২ হিমায়িত খাদ্য খাতে মূল্য-সংযোজিত পণ্য তৈরী ও রপ্তানীর লক্ষ্যে যোগান-কারিগরি প্রদান করা হবে

১.৪৯.৩ চিংড়ি/চিংড়িপোনার প্রাপ্যতা যাচাই করার স্বার্থে বেসরকারী পর্যায়ে বীজ ও হ্যাচারী প্রতিষ্ঠা ও মৎস্যখাদ্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

১.৪৯.৪ এসপিএস বা উন্নতমান নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.৪৯.৫ চিংড়ির মানোন্নয়ন ও এর রোগ প্রতিরোধের জন্য গবেষণা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ বেসরকারী পর্যায়ে ল্যাবরেটরী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হবে।

১.৪৯.৬ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি বিনা শুল্কে আমদানীর সুযোগ দেয়া হবে। খুলনা ও চট্টগ্রামে মৎস্য টেস্টিং ল্যাবরেটরী উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ল্যান্ডিং সেন্টারের উন্নয়ন করা হবে। হিমায়িত আমদানির পর খালাসের পূর্বে তা ব্যবহারের উপযোগী কি না, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১.৫০ বাঁশ-বেত ও নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা প্রস্তুত হস্তশিল্প :

১.৫০.১ ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে কারুপল্লী স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.৫০.২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য বাঁশ, বেত ও কাঠের বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.৫০.৩ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাক্রাফট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.৫১ চা শিল্প :

১.৫১.১ চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.৫১.২ রুগ্ন চা বাগানগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৫১.৩ মূল্য প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে চা বাগানগুলোর মধ্যে গ্যাস সংযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.৫১.৪ যে সকল চা বাগানের ইজারা কার্যক্রম এখনও সম্পাদিত হয়নি, তা দ্রুত সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে।

৯.৫১.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চায়ের গুণগতমান উন্নয়ন ও চায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চা কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে। ক্ষুদ্র চা বাগান উন্নয়নের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৫১.৬ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রাকার খামারে চা উৎপাদনকারীদের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।

৯.৫১.৭ প্যাকেট-চা রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানীকৃত মোড়ক সামগ্রীর জন্য একওবি মূল্যের ওপর বিধি মোতাবেক ডিউটি- ড্র-ব্যাক সুবিধা/বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে। কেউ চাইলে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমেও বিনাশুল্কে মোড়ক সামগ্রী আমদানীর সুযোগ দেয়া হবে।

৯.৫১.৮ রেয়াতী হারে শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে চা প্যাকিং এর জন্য কাগজের মোড়ক (কন্টিনুয়াল পেপার ব্যাগস) আমদানির সুবিধা দেয়া হবে।

৯.৫১.৯ বিদেশে বাংলাদেশী চা বাজারজাতকরণে ব্র্যান্ড নেইম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রতিষ্ঠিত ব্লেন্ডিং ও ডিস্ট্রিবিউটিং সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হবে।

৯.৫২ **পাট শিল্প ঃ**

৯.৫২.১ পাটজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও প্যাকেজিং ইনগ্রেডিয়েন্ট ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাট শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে।

৯.৫২.২ ক্রয় থেকে শুরু করে রপ্তানী মূল্য পাওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৫২.৩ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

৯.৫২.৪ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন আইনগত দিক ও ইইউ-সহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পাট ও পাটজাত পণ্য আমদানীকারক দেশের বাণিজ্য নীতিতে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৯.৫২.৫ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন পাটের পরিবেশ সহায়ক গুণাগুণ তুলে ধরে পাটের ব্যবহার জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা করবে।

৯.৫২.৬ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে।

৯.৫২.৭ পাটজাত পণ্যের বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনে সরকারী সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯.৫৩ **অন্যান্য খাত ঃ**

৯.৫৩.১ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি'র সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৯.৫৩.২ রপ্তানীযোগ্য শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-কে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৫৩.৩ শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য উৎসাহী রপ্তানিকারকদের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারি খাসজমি বরাদ্দ দেয়া এবং রপ্তানী পল্লী গঠন করা হবে।

৯.৫৩.৪ শাক-সবজি রপ্তানির জন্য আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত প্যাকেজিং- সামগ্রী উৎপাদনের শিল্প আরও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৯.৫৩.৫ প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যর্পণ পদ্ধতি সহজ করা হবে।

৯.৫৩.৬ মধু চাষ, উৎপাদন ও রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.৫৩.৭ রপ্তানিযোগ্য শাক-সবজি ও ফলমূল এর উৎপাদন ও রপ্তানী কার্যক্রমের জন্য উৎপাদন ও রপ্তানীকারকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ।

৯.৫৩.৮ ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট পালন, ফার্মিং এবং এর চামড়া ও মাংস রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.৫৩.৯ রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষি পণ্য বাণিজ্যিকিকরণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বেসরকারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৫৩.১০ আইটি খাতে রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগে যোগাযোগ জোরদারকরণসহ বিদেশে বিপণন কেন্দ্র খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৫৩.১১ সফটওয়্যার উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য আইটি ভিলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৯.৫৩.১২ ন্যাশনাল আইটি ব্যাক-বোন এর সাথে সাব-মেরিন ক্যাবল অপটিক্যাল সংযোগ, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন লাইন সহজলভ্যকরণ এবং আঞ্চলিকভাবে আইটি খাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৫৩.১৩ ঔষধ-সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদেশে স্বল্প সময়ে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা দেয়া হবে।

৯.৫৩.১৪ ভেষজ উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.৫৩.১৫ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯.৫৩.১৬ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার রপ্তানিতে অলংকার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। অমসৃণ হীরক মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করে মসৃণকৃত হীরক রপ্তানীতে উৎসাহিত করা হবে। বিনামূল্যে (বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক প্রেরণের ক্ষেত্রে) এ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পি.এস.আই. সংস্থা কর্তৃক এবং এ ধরনের কোন সংস্থা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত না থাকলে সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোন পি.এস.আই. সংস্থা কর্তৃক পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ, এইচ.এস.কোড ও মূল্য বিষয়ে প্রত্যয়ন পত্র প্রয়োজন হবে।

৯.৫৩.১৭ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে পাসবুক পদ্ধতি/ভিন্নতর উন্নত পদ্ধতি চালু করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

১০.০ **বিবিধ ঃ**

১০.১ ঢাকায় একটি ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.২ বিদেশে বিশেষ ধরনের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিত করা হবে ।

১০.৩ রুলস অব অরিজিন এর আওতায় রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব রুলস অব অরিজিন প্রণয়ন করা হবে ।

১০.৪ বাণিজ্যবিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে প্রচলিত আইন সংস্কার ও সালিশী আইন প্রণয়ন/ আধুনিকায়ন করা হবে।

১০.৫ পণ্য উন্নয়ন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে ।

১০.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানীকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সী নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

১০.৭ ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৮ রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-বিধান সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১০.৯ আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত এইচএস কোডে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানিপণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাসম্বলিত কোড প্রণয়ন করা হবে।

১০.১০ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০.১১ টেন্ডার ব্যতিরেকে ক্রেতার নিকট সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রকল্প রপ্তানি গণ্য করে প্রযোজ্যক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১.০ রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ঃ

১১.১ ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিকেন্ট অয়েল ও বিটুমিন ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক উত্তোলন হিসেবে পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। রপ্তানী নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যতীত যাত্রীগণ মালামালের অতিরিক্ত হিসাবে বাংলাদেশে তৈরী ১০০ (একশত) মাঃ ডলার মূল্যমানের পণ্য কেবল মাত্র বিদেশে যাওয়ার সময় একোমপানিড ব্যাগেজ সংগে নিতে পারবেন। এরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যার্পণ/সমন্বয়, নগদ সহায়তা ইত্যাদি সুযোগ- সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না।

১১.২ পাটবীজ ও শনবীজ।

১১.৩ গম।

১১.৪ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশের [রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে সংশোধিত)]। শুধু তালিকায় বর্ণিত প্রজাতি ব্যতীত উক্ত অধ্যাদেশের উল্লিখিত সব রকমের জীবন্ত প্রাণী, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর চামড়া।

১১.৫ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

১১.৬ তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১১.৭ পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

১১.৮ নরকংকাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১১.৯ সকল প্রকার ডাল।

১১.১০ হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত চিংড়ি মাছ (এস আর ও নং ৪০-এল/৭৬, তারিখ ১৪-২-৭৬)।

১১.১১ পেঁয়াজ (এস আর ও নং ২৫০-এল/৭৭, তারিখ ১৩-৮-৭৭)।

১১.১২ হরিণ/হরিনী ও চাকা প্রজাতি ছাড়া ৭১/৯০ কাউন্ট ও তাহার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি এবং ২১/৩০ ও তার চেয়ে ছোট আকারের মিঠা পানির চিংড়ি (এস আর ও নং ৩৪৫ এল/৮৩, তারিখ ২০-১০-৮৩)।

১১.১৩ সকল প্রকার বাঁশ, বেত ও কাঠের গুঁড়ি (এসব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)।

১১.১৪ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

১১.১৫ কেমিক্যাল উইপন্স কনভেনশন-এর ১ নং তালিকাভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।

১১.১৬ কাঁচা ও ওয়েট- ব্লু চামড়া।

১২.০ শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা ঃ

১২.১ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ঃ কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানী করা যাবে।

===০====

সংলগ্নী-'ঙ'

২০০২-২০০৩ থেকে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

পণ্য	প্রকৃত আয়	লক্ষ্যমাত্রা		
	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬
তৈরী পোষাক	৩,২৫৮.২৭	৩,৮১০.০০	৪,২০০.০০	৪,৬০০.০০
নীটওয়্যার	১,৬৫৩.৮৩	১,৮৫০.০০	২,১০০.০০	২,৩৫০.০০
হিমায়িত খাদ্য	৩২১.৮১	৩৮০.০০	৪৪০.০০	৫১০.০০
চামড়া	১৯১.২৩	২৮০.০০	৩২৫.০০	৩৮০.০০
পাটজাত পণ্য	২৩৭.১৮	৩১০.০০	৩৫০.০০	৩৭৫.০০
কাঁচা পাট	৮২.৪৬	৭০.০০	৭৫.৫০	৮২.০০
রাসায়নিক দ্রব্য	১০০.৪৯	৯০.০০	৯৪.৫০	৯৯.২২
চা	১৫.৪৭	২০.৫০	২১.৫০	২২.০০
কৃষিজাত পণ্য	২৫.৪৫	৩৬.০০	৪১.৪০	৪৭.৬১
হস্ত শিল্পজাত পণ্য	৫.৯৫	৭.৭০	৭.৬৮	৮.১১
ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি	৭.৪৬	৮.৫০	১০.০০	১১.৫০
প্রকৌশল দ্রব্যাদি	১২.৯১	৪.০০	৫.০০	৬.০০
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩১.২৩	১১.০০	১১.৫০	১২.০০
কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.০৬	৭০.০০	১০০.০০	১৫০.০০
বিশেষায়িত বস্ত্র	৭১.৩৮	৯৮.০০	১০৫.০০	১১৫.৫০
টেক্সটাইল ফেব্রিকস	২১.৭০	৭৫.০০	৮২.৫০	৯০.০০
সিরামিক টেবিলওয়্যার	১৮.৮২	২৬.৫০	২৮.৫০	৩০.০০
বাই সাইকেল	৫২.৪৭	৭৬.০০	৯১.০০	১১০.৭৫
পাদুকা	৪৬.৬০	৬১.০০	৬৫.০০	৬৮.০০
অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	১৭.৪০	১৯.০০	২০.০০	২২.০০
অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	৩০২.৯৭	৩০০.৫০	৩৯১.৫০	৫০৭.০০
মোট :	৬,৫৪৮.৪৪	৭,৬২৭.৭০	৮,৫৬৫.৭৮	৯,৩৯৯.২০

বাসমুদ্র-২০০৩/০৪-৩৩১৩০৩ম(সি)—৫,০০০ বই, ২০০৩।

ALIGARH LIBRARY
158, Dhaka New Market
Dhaka-1205, Ph.:8611330